যায়যায়দিন

তারিখ 1 JUL 2012
পৃষ্ঠা

ডিজিটালাইজেশনের ছোঁয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

কানন আজিজ ও আয়াজ আজাদ

ইন্টারনেটের আওতায় এনে পুরো ক্যাম্পাসে শিক্ষার শান্তিপূর্ণ ও শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের নিমিত্তে মনোলোভা পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিস্থিতি শান্ত রাখতে ছাত্র সংগঠনগুলোক সহাবস্থানে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদানকে অবিরত গতিধারায় চালাতে সক্ষমও হয়েছেন তারা।

প্রতিষ্ঠার পরবর্তী ৩২ বছর অতিক্রম করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে ডিজিটাল অটোমেশনের আওতায় এনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতিকে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। বাংলাদেশকে বিশ্বায়নের সঙ্গে যুক্ত করতে বর্তমান সরকারের যে স্বপ্ন তা বাস্তবায়নের নিরিখে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিকতার ছোঁয়ায় শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়েছে।

ইন্টারনেটের আওতায় এনে পুরো ক্যাম্পাসে শিক্ষার শান্তিপূর্ণ ও শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের নিমিত্তে মনোলোভা পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিস্থিতি শান্ত রাখতে ছাত্র সংগঠনগুলোকে সহাবস্থানে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদানকে অবিরত গতিধারায় চালাতে সক্ষমও হয়েছেন তারা।

ইবির ভর্তি পরীক্ষায় সারাদেশে প্রথমবারের মতো সাড়া জাগানো যুগান্তকারী ইলেক্ট্রনিক্স মানি ট্রান্সপার সিস্টেম (ইএমটিএস) পদ্ধতির চালু এবং ওএমআর পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়নের মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। যা পরে অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অনুসরণ করেছে। বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির অধীনে সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু করা হয়েছে। খোলা হয়েছে নতুন দুটি বিভাগ পরিসংখ্যান ও ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং। পাঁচতলা বিশিষ্ট দ্বিতীয় প্রশাসন ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে। সারাদেশের ১৪০০ মাদ্রাসার ফাযিল-কামিল শ্রেণীর শিক্ষা কার্যক্রম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। মাদ্রাসা দপ্তরের অধীনে কোনো জনবল না থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষার তিন মাসের মধ্যে ফাজিল ও কামিলের ফলাফল প্রকাশ এবং দ্রুত ও সফলতার সঙ্গে মাদ্রাসার সব কার্যক্রম চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বর্তমানে ৩১টি মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালুসহ বিএসসি ডিগ্রি চালুর মাধ্যমে আধুনিক ও যুগোপযোগী যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মুক্ত সংস্কৃতি চর্চার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে ক্যাম্পাসের অনুষদ ভবনের পূর্বপাশে আম বাগানে 'মুক্তমঞ্চ' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি সমৃদ্ধ করাসহ বিভিন্ন বিভাগে সেমিনার লাইব্রেরি চালু করে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানমুখী করা হয়েছে।